বর্গরাজা ও ত্রিভুজরাণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত
(স্বর্বস্বত্ত প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত)

পরীক্ষামূলক সংস্করন

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

চিত্র

গ্রাফিক্স

বর্গরাজা ও ত্রিভুজরাণি
ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা
৬৯-৭০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

বর্গরাজা ও ত্রিভুজরাণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

এক যে ছিল আজব রাজা। তার সব কিছুই চারকোনা। তার মুকুট, সিংহাসনও চারকোনা। তাই রাজার নাম বর্গরাজা।

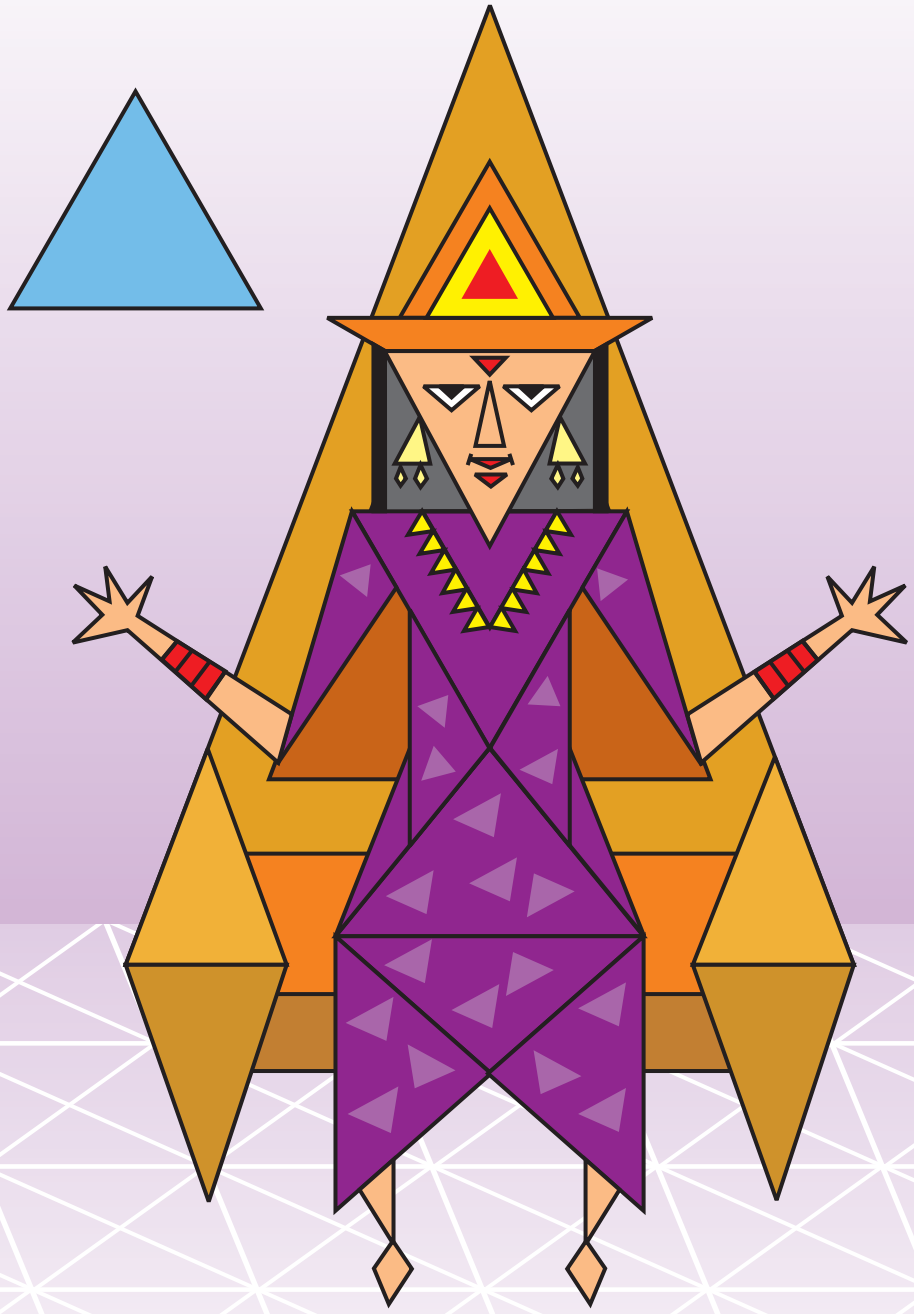

বর্গরাজার ছিল এক রানি। তার সব কিছুই তিনকোনা। তার মুকুট, অলংকার, চেয়ারও তিনকোনা। তাই রানির নাম ত্রিভুজরানি।

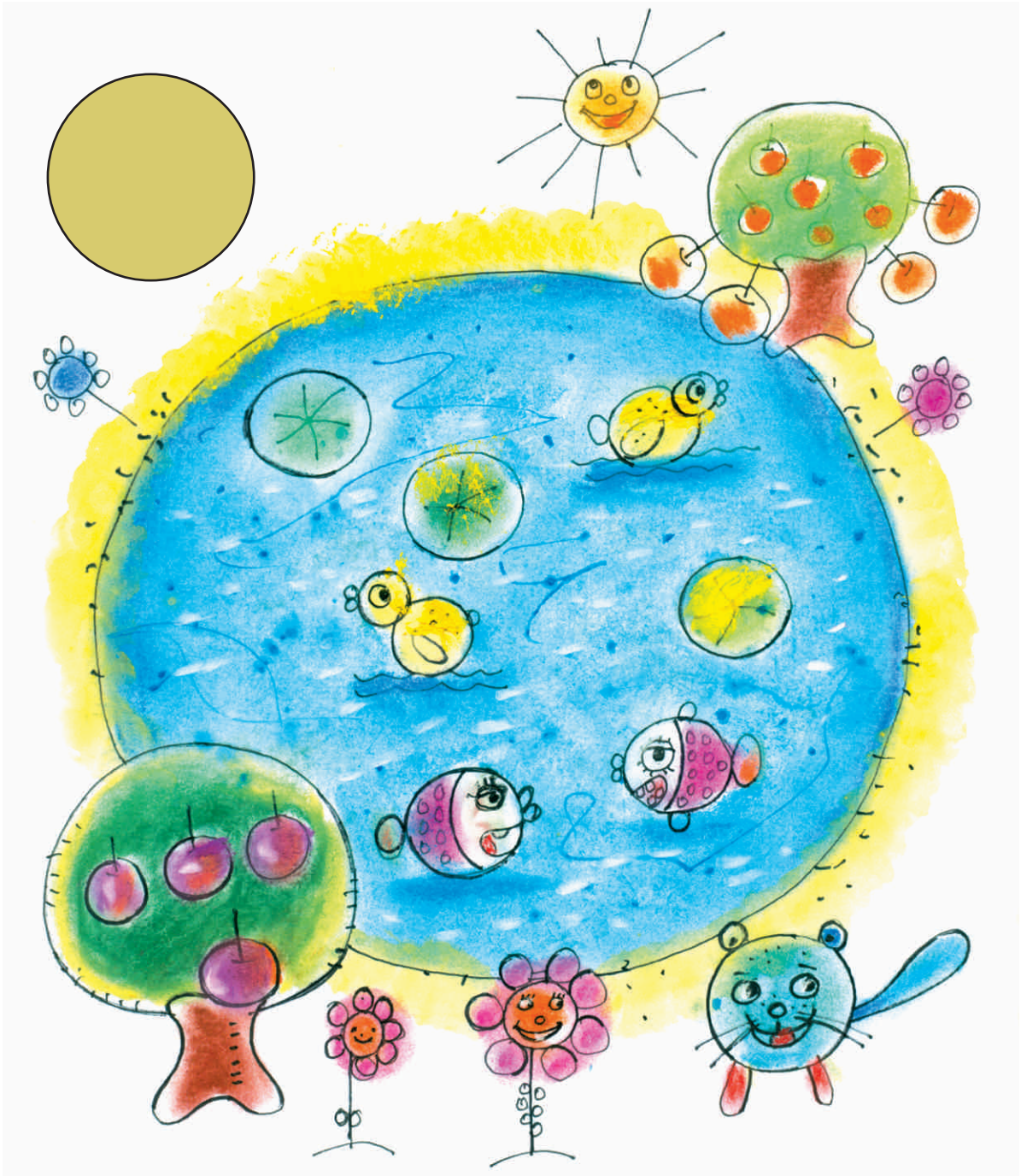

বর্গরাজা ও ত্রিভুজ রানির ছিল একটা গোল বাগান। বাগানের সবকিছুই গোল। পুকুর, মাছ, গাছ, ফল, পাখি আরও কত কী! গোল বাগানের ফল পেকে মাটিতে পরে থাকতো, কেউ খেত না।

বর্গরাজা ও ত্রিভুজরানির খাবার রান্না করত বাঘ মামা। বাঘ মামা ছিল ভিষণ বিপদে। কারণ বর্গরাজা খেত শুধুই চারকোনা খাবার আর ত্রিভূজরানি তিনকোনা খাবার।

রাজা আর রানি বাঘ মামার রান্না খেয়ে খুশি ছিল না । তারা অন্যরকম খাবার খেতে চাচ্ছিল । তবে তা হতে হবে চারকোনা এবং তিনকোনা ।

বিপদ বুঝে বাঘ মামা জঙ্গলে পালিয়ে গেল। বর্গরাজা আর ত্রিভুজরানি পড়ল বিপদে।

একদিন হঠাৎ বাঘ মামা একটা গোল হাড়িতে করে কী যেন নিয়ে ফিরে এলো। বর্গরাজা এবং ত্রিভুজরানির তখন অনেক খিদে পেয়েছে।

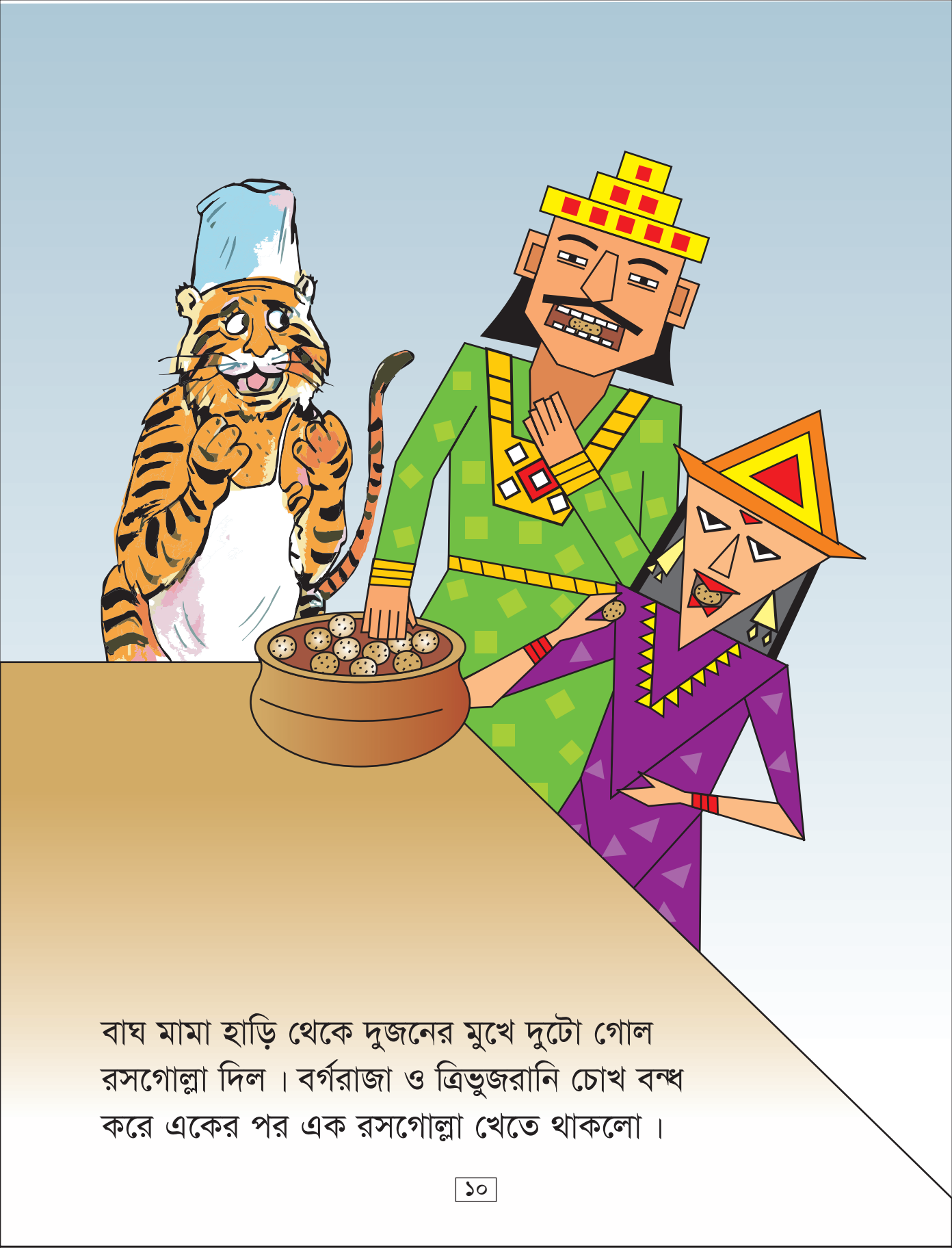

বাঘ মামা হাড়ি থেকে দুজনের মুখে দুটো গোল রসগোল্লা দিল। বর্গরাজা ও ত্রিভুজরানি চোখ বন্ধ করে একের পর এক রসগোল্লা খেতে থাকলো।

সেই থেকে বর্গরাজা এবং ত্রিভুজরানি গোল, চারকোনা, তিনকোনা, লম্বা, চ্যাপ্টা সব ধরনের খাবার খায় ।

এখন তারা গোল বাগানের গোল গোল সব মজাদার ফলও খায়। বাঘ মামা এখন খুব খুশি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

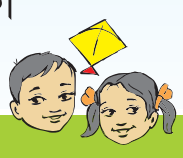

চারকোনা জিনিষ

	দাগ দেই	নিজে আঁকি
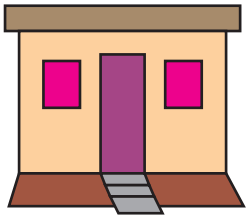	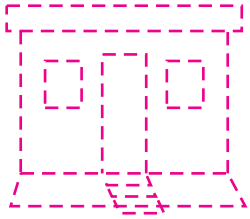	
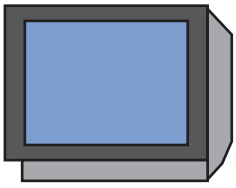	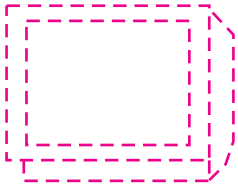	
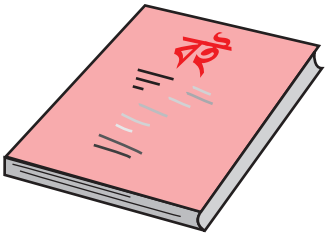	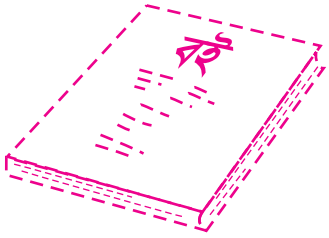	
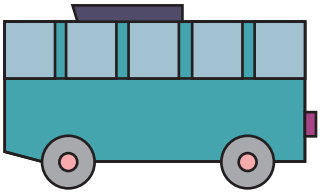	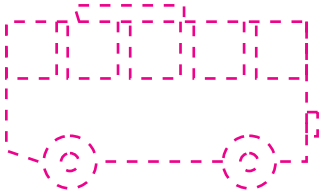	

তিনকোনা জিনিষ

	দাগ দেই	নিজে আঁকি
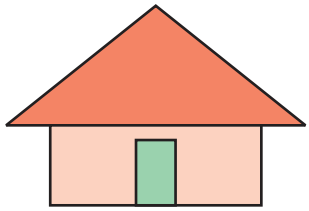	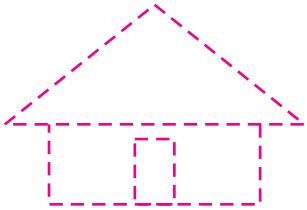	
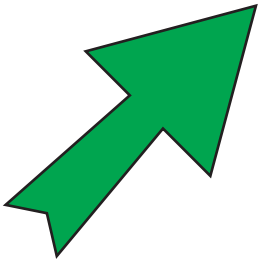	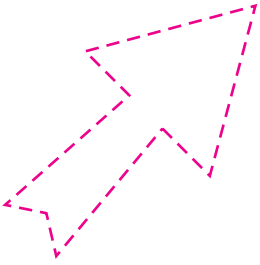	
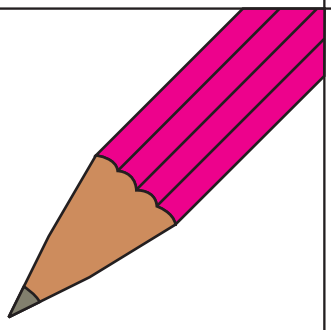	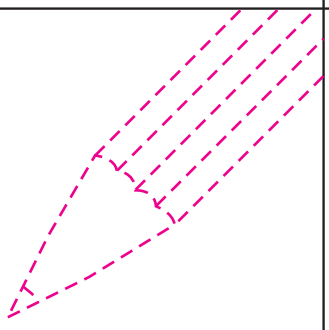	
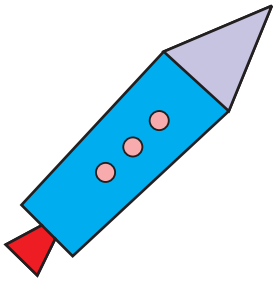	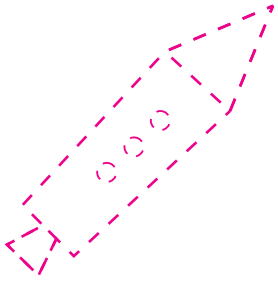	

গোল জিনিষ

	দাগ দেই	নিজে আঁকি